মাইলস্টোন ট্রাজেডি: মুজিবনগরে মাহিয়ার কবরে বিমানবাহিনীর শ্রদ্ধা

বিমান বাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী মাহিয়া তাসনিম মায়া’র কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের জামে মসজিদে দোয়া শেষে মাহিয়ার কবরে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিমানবাহিনীর স্কোয়াডন লিডার ইকতিদার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, নিহত মাহিয়া তাসনিমের নানা নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার রেহানা ও স্কোয়াডন লিডার ইকতিডারের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি টিম নিহত মাহিয়া তাসনিম মায়ার পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তারা নিহত মাহিয়া তাসনিমের মা আফরোজা আক্তার বিউটির ও নানা নজরুল ইসলামের সাথে কথা বলেন।

পরে তার কবর জিয়ারত শেষে স্থানীয় মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুলের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের প্রয়াত প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলীর মেয়ে।

২৪ জুলাই বিকেলে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাহিয়া।
পরে তার নানাবাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে কবরস্থানে দাফন করা হয় মাহিয়াকে।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ পদযাত্রা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ শিরোনামে একটি পদযাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) দুপুরে জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়।

পদযাত্রাটি মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বর ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করে ন্যায়বিচারের দাবিতে স্লোগান দেন।

পদযাত্রা শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জেলা আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আসাদুল আজম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মো. নাসিম, অ্যাডভোকেট তুহিন অরণ্য, আনোয়ার হোসেন, মোখলেসুর রহমান স্বপন, অ্যাডভোকেট আদিল করিম, আলমগীর ইকবাল আলম, আফরোজা খাতুন, মিজানুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন, এহান উদ্দিন মনা, সাহেব আলী, আল মামুন অনাল, কল্লোলসহ ফোরামের অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের খলিসাকুন্ডি গ্রামের মোঃ আসাদুল ইসলামের ছেলে মোঃ কলিন্স (২৫), গাংনীর কাজিপুর গ্রামের ফরাজীপাড়ার খোশবুল খানের ছেলে টুটুল হোসেন (২২), ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আসিবুল ইসলামের স্ত্রী হামিদা খাতুন (৪৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধ

সংসদের নতুন কমান্ডার

শামসুল আলম সোনা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের এডহক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নবগঠিত এই কমিটিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনাকে আহবায়ক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম মল্লিককে যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রায়হানুল কবীর।

কমিটির সদস্যরা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ছবেদার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিন উদ্দিন হালদার।

এডহক কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আহমেদ থান এবং আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।

মেহেরপুরে তিন মাদক মামলায় চার আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পৃথক তিনটি মাদক মামলায় চার আসামিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জি.আর-১২৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ আল আমিন এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক)/৪১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, জি.আর-১৮৫/২০ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১৪(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের

বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পুলিশের অভিযানে তার দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় মামলায়, জি.আর-৭/১৯ (মুজিবনগর) এর রায়ে দুই আসামি মোঃ জয়নাল মন্ডল ও মোঃ বিপ্লব আলী-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালে মোনাখালী এলাকায় পুলিশের অভিযানে তিনজনকে আটক করে মোট ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলার অপর আসামি মোঃ আলফাজ আহমেদ সাগরের বিচার চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

আসন্ন মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন প্রার্থীরা।

পৌর বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন কাজী মিজান মেনন ও আব্দুল লতিফ। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন আনিসুর রহমান, অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আজমল হোসেন মিন্টু, বক্তিয়ার হোসেন ও আব্দুর রহিম।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন মীর জাহাঙ্গীর হোসেন ও আবু ইউসুফ মিরন।

সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন বাকা বিল্লাহ, লিয়াকত আলী ও ফয়েজ মোহাম্মদ। সাধারণ সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন সাইদুল ইসলাম ও ওমর ফারুক লিটন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন এ এম এম ফিরোজ, আব্দুল হামিদ খান ও সোহরাব উদ্দিন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার। আগামী ৯ আগস্ট উভয় ইউনিটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

চাঁদাবাজির অভিযোগে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফ কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক আব্দুর রউফের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানা পুলিশ সে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কথিত সাংবাদিক আব্দুর রউফকে গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে আদালতে নিলে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদের ভাই শামীম বাদি হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৩ তারিখ ৩০/০৭/২৫ ইং।

সাংবাদিক আব্দুর রউফ সোমবার বিকালে গ্রাম্য ডাক্তার আব্দুল মাবুদের কাছে ভয়ভীতি দেখিয়ে ২০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেন এবং পরের দিন বুধবার সন্ধ্যায় পুনরায় একই ব্যক্তির কাছে মোটা অংকের টাকা চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

গত মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ফোন করে আবারো টাকা দাবি করে। সন্ধ্যায় পুনরায় টাকা আনতে গেলে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে বলেন ভুক্তভোগীরা। এসময় সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোটার হিসেবে পরিচয়পত্র দেখান। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন দেখে স্থানীয় জনতা আব্দুর রউফকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর খবর পেয়ে সেখানে আসলে রউফকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরে সেনাবাহিনী আব্দুর রউফকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।
এঘটনা আব্দুল মামুদের ভাই মমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বুধবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, বহুল আলোচিত আব্দুর রউফ ভারত থেকে অবৈধভাবে এসে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় বসবাস করছেন। তার পিতার নাম জমির উদ্দিন। পরে সে বিয়ে করে স্থায়ী হন। ইতোপূর্বে সে মল্লিকপাড়া এলাকায় সবুজ ছায়া নামে একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। সে ডাক্তার না হয়েও তার নামের পূর্বে ডাক্তার যোগ করে প্রতারণা করছিলেন। পরে ক্লিনিকটিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেই প্রশাসন। এরপর পরই সে সাংবাদিকের খাতায় নাম লেখান। স্খানীয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কার্ড নিয়ে এলাকায় দেদারছে চাঁদাবাজি করে আসছিলো। গত বছরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে সদও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সে বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়। তারপরেও তার চাঁদাবাজি থেমে থাকেনি। তবে এত কিছুর পর আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার কিভাবে নিয়োগ পেল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের মাঝে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে আব্দুর রউফকে বারবার চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হলেও চাঁদাবাজের গডফাদার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এলাকাবাসির দাবী চাঁদাবাজ আব্দুর রউফের গডফাদারকেও ধরে আইনের আওতায় আনা হোক।

তবে, এব্যাপারে পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি গঠণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

উপজেলা বিএনপির দুটি ইউনিটের কাউন্সিল উপলক্ষে ইতোমধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের বিগত দিনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা, কর্মী বান্ধব ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীদের বাছ্ইায়ের চিন্তা করছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় নিচ্ছেন বলে জানান কাউন্সিলররা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের নির্দেশনাও মেনে কমিটির নেতৃত্বে এগিয়ে আনার কথা জানান তারা। একটি সূত্র বলেছে, যেসব রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিগত পতিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে ছিল ও তাদের ক্লিন ইমেজ রয়েছে এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে।

তবে, ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির কমিটিতে জেলা বিএনপির সদস্য একাধিকবার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন কালু ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল প্রাথমিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে, সাংগাঠনিক ২ টি পদেও বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দাল হক, উপজেলা বিএনপি নেতা মুঞ্জুর হোসেন টফি, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল।

এদিকে, গাংনী পৌর বিএনপির কমিটির সভাপতি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন, জেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী

পৌর সভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান। এছাড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ ও গাংনী পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি সাবেক কমিশনার সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়েছেন গাংনী পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কামিশনার এনামুল হক, বিএনপি নেতা ইমন হোসেন, সোহেল হোসেন সোহাগ ও এডাম সুমন।

এদিকে সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর সাথে সখ্যতা ও তার নির্বাচনে সরাসরি মাঠে ময়দানে কাজ করার অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির ৯ টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এ কারণে, জিয়াউর রহমানকে ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির কমিটি থেকে প্রাথমিক সদস্য পদ স্থগিত করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক পদের প্রার্থী সোহেল হোসেন সোহাগ ও ইমন হোসেনের প্রার্থীতাও স্থগিত রেখেছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অতীতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের সাথে সখ্যতা ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ দিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৫ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল আগামি ৮ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপির গণসংযোগ

“জনগণকে সঙ্গে রাখুন, জনগণের সঙ্গে থাকুন” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর পৌরসভার ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে

গণসংযোগ ও পথসভা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এই গণসংযোগে শহরের রাজপথে ব্যাপক জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায়।
মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “ ১৬ বছর ধরে আপনারা শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, লুটপাট এর বিরুদ্ধে, ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে পুলিশের মামলাকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নামক সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক-ভয়কে উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। আমরা চেয়েছিলাম, গতবছর জুলাই-আগস্টের যে মহান গণঅভ্যুত্থান এবং বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ইয়ামিনসহ ছাত্রদল সংগ্রামী নেতা কর্মীসহ তারা আত্মহুতি দিয়েছে, রাজপথে রক্ত দিয়েছে, শেখ হাসিনার বেপরোয়া পুলিশ র্যাব, বিডিআরের গুলিতে ওই সংগ্রামী ছাত্র জনতা শ্রমিক কৃষক মৃত্যু বরণ করেছে, শহীদ হয়েছে আপনারা জানেন।। এই সমস্ত শহীদের রক্তের চেতনাকে ধরে রাখতে আমরা একটা নতুন ধারার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই নতুন ধারার বাংলাদেশ আবার কি করে করব? আজকে বিএনপির নামে একটি কমিটি হয়েছে সেই কমিটিতে আলালের ঘরের দুলাল কোথা থেকে টুকটাক টুকটাক করে আসছে। যেই আওয়ামী লীগ ১৬ বছর বিএনপি নেতাকর্মীর উপরে নির্যাতন চালিয়েছে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে সেই সমস্ত কুলাঙ্গারদের আজকে ওরা পুনর্বাসন করছে।”
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তারিফ খান, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান অশেষ, ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মফিজুল ইসলাম, আলিফ খান, মিজানুর রহমান মিজা, পৌর বিএনপির সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনা তারিক হোসেন কালু আরও অনেকে। মিছিল ও পথসভায় মেহেরপুর পৌর বিএনপির ২,৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই

মেহেরপুর সদর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ জুলাই) সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫ লাখ টাকা এবং আহতদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ১ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, যাচাই-বাছাই শেষে সংশ্লিষ্টদের অনুদানের জন্য সুপারিশ করা হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হবে বলে জানান ইউএনও।